দৈনিক বাংলা

111

তারিখ ২৫/১১/৮১

পৃষ্ঠা

392

এসএসসি পরীক্ষায় কেলেঙ্কারী

শতাধিক পরীক্ষার্থী টাকার জোরে পাসঃ টেবুলেটর গ্রেফতার

।। সুনীল ব্যানার্জি ও জালালউদ্দিন ।।

ফেল করা সত্ত্বেও টাকার বিনিময়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে পাস করিয়ে দেয়া হয়েছে, এই অভিযোগে পুলিশ দুজন স্কুল শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে। ধৃত স্কুল শিক্ষকদ্বয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮১ সালের এসএসসি পবীক্ষার টেবুলেটর ছিলেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবরঃ ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফল টেবুলেশনের সময় ধৃত টেবুলেটরদ্বয় অপর কয়েক জনের সহায়তায় শতাধিক অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীকে পাস করিয়ে দেন, তারা টেবুলেশন বইতে নিজেদের ইচ্ছেমত নম্বর দিয়ে এদেরকে পাস করায়। এমন কি এক একজন পরীক্ষার্থী ২/৩টি বিষয়ে ফেল করা সত্ত্বেও তাদেরকে বেশি নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে টাকার ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়াফাসাদের জের হিসাবে ব্যাপারটা জানাজানি হয়। অন্য টেবুলেটররা প্রাপ্ত টাকার ভাগ চাইলে শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নজরে যায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ গোপনে খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করলে খাতায় প্রদত্ত নম্বরের সাথে টেবুলেশন বইতে তোলা বানোয়াট নম্বরের ফারাক ধরা পড়ে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরে এই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফল স্থগিত রেখেছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে সাধারণত প্রধান পরীক্ষকের সরবরাহকৃত বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃত প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের টেবুলেশন বইতে অবিকল উঠিয়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার নিয়ম। কিন্তু সংশ্লিষ্ট টেবুলেটররা তা না করে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের সাথে ফেল করা এই শতাধিক ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রধান পরীক্ষকের সরবরাহকৃত নম্বরের পরিবর্তে টেবুলেশন বইতে নিজেদের ইচ্ছেমত নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দেয়। ফল প্রকাশের প্রাক্কালে ব্যাপারটি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নজরে আসলে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়। কমপক্ষে ১৫ বছরের শিক্ষকতা অথবা ১০ বছরের পরীক্ষক হিসাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের টেবুলেটর নিয়োগ করা হয়ে থাকে বলে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষাসমূহের কন্ট্রোলার জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে প্রাথমিক তদন্তে বোর্ডের তিনজন টেবুলেটরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির সুস্পষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ফরিদপুরের মাধবদী খয়েরউদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও নেত্রকোনার আঞ্জুমান সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরজনকে পুলিশ খুঁজছে। পুলিশ জানায় যে এইসব ব্যক্তি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় টেবুলেটর বোর্ডের চার নম্বর গ্রুপের টেবুলেটর হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

চারটি বিষয়ে ফেল করেও—

ঢাকা কেন্দ্রের ম-৩৮০৩ রোল নম্বরের জনৈকা এসএসসি পরীক্ষার্থিনী ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং সাধারণ গণিতে ফেল করেও অভিযুক্ত টেবুলেটরদের কল্যাণে পাস করেছে। একই কেন্দ্রের ৩৬৫৬ রোল নম্বরের জনৈক পরীক্ষার্থী ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রে ১২ ও বাংলা দ্বিতীয় পত্রে পেয়েছিল মাত্র ২১। কিন্তু তাকে যথাক্রমে ৪২ ও ৫১ নম্বর দেখিয়ে পাস করনো হয়েছে। এভাবে ধামরাই কেন্দ্রের ৬৫৫৩, ৬৬০০, ৬৬০১, ৬৬১৯ রোল নম্বরের পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেককে বাড়তি নম্বর দিয়ে পাস করানো হয়েছে। যদিও এরা প্রত্যেকে একাধিক বিষয়ে ফেল করেছিল।

পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানানঃ শুধু বাংলা-ইংরেজী নয়, প্রায় প্রতিটি বিষয়ে কল্পিত নম্বর দিয়ে এসব ছাত্রছাত্রীকে পাস করানো হয়েছে। এছাড়া, এমনও অনেক পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদেরকে টাকার বিনিময়ে তৃতীয় বিভাগের স্থলে দ্বিতীয় বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগের স্থলে প্রথম বিভাগেও পাস করানো হয়েছে।

পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এই দুর্নীতির সাথে শুধু গুটি কয়েক টেবুলেটর নন, অনেক কর্মচারীও জড়িত রয়েছেন। তদন্তে অনেক হোমরা-চোমরাও জড়িয়ে পড়তে পারেন।

উক্ত পুলিশ অফিসার আরো জানানঃ বোর্ডের একদল কর্মচারী সংঘবদ্ধভাবে দিনের পর দিন এ ধরনের দুর্নীতি করে যাচ্ছে। এদেরকে অচিরেই সনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে উক্ত কর্মকর্তা আশা হবে বলে উক্ত কর্মকর্তা আশা প্রকাশ করেন।

সিআইডি পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নেতৃত্বে একদল পুলিশ অফিসার বর্তমানে এই মামলা তদন্ত করছে। সিআইডি পুলিশ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট খাতা-